দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 OCT 1986
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

06 009

জরাজীর্ণ স্কুল ভবন

গত শনিবারে দৈনিক ইত্তেফাকে নানা সংকটে আকীর্ণ এদেশের বিভিন্ন স্কুল সম্পর্কে এক দীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাগেরহাট পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানের জরাজীর্ণ স্কুল ভবনসমূহের প্রতিচ্ছবি বড়ই করুণ। স্কুলে স্কুলে শিক্ষার সরঞ্জামের অভাব। কোথাও বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির ঘাটতি, কোথাও ভূগোল পড়াইবার উপযোগী ব্যবস্থা পর্যন্ত নাই। এমনকি কোন কোন স্কুলে টুল-বেঞ্চির অভাবও প্রকট। ছাত্র-শিক্ষকের রেশিও বা হারের কথা উল্লেখ না করাই হয়তো উচিত, কারণ অন্য দেশের তুলনায় তাহা বড়ই লজ্জাকর। ভাল শিক্ষকের কথা বাদ দিলেও, গ্রামের প্রায় প্রতিটি স্কুলেই শিক্ষকের ঘাটতি নিদারুণ। ভাল শিক্ষক বা আদর্শ শিক্ষক এখন ক্রমশঃ অতীতের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য ইহার পেছনে রহিয়াছে হাজারো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ ও সমস্যা।

আমাদের দাউদকান্দি সংবাদদাতা খবর দিয়াছেন, গৌরিপুর সুবল আফতাব উচ্চ বিদ্যালয় ভবনটির ছাদে ফাটল ধরিয়াছে, টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই খবর ঢাকার জগন্নাথ হলের দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার কবি কায়কোবাদ বালিকা বিদ্যালয়ের পাকা ভবনটি নির্মাণের কয়েক দিনের মধ্যেই ধসিয়া পড়িয়াছে। এই সংবাদ সূত্রে মনে পড়ে ঢাকার রামপুরা ব্রীজসহ এদেশের বহু সরকারী ভবনের দুরবস্থার কথা, দুর্দশার কথা।

বিদ্যালয়ের অব-কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত, আমাদের শিক্ষা জীবনেও বেসরকারী উদ্যম ও ব্যক্তিউদ্যোগে যেন ভাটা পড়িয়া গিয়াছে। অথচ বৃটিশ আমলে, এমনকি পাকিস্তানী আমলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে অনেক সুমহান কীর্তির।

একদা 'মক্কা ইউনিভার্সিটি' পরিহাসে নিন্দিত আমাদের এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রেও সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ ও উদ্যমের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, নওয়াব নওয়াব আলী চৌধুরী, এ, কে, ফজলুল হক প্রমুখ অনেকেই নিজস্ব শ্রম, সাধনা ও তহবিল দ্বারা শিক্ষা বিস্তারে ও শিক্ষার অবকাঠামো নির্মাণে সুমহান অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। রনদা প্রসাদ সাহা ও করটিয়ার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর অবদানও এদেশের শিক্ষা বিস্তারে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আজ আমরা সব ক্ষেত্রে সব কিছুর জন্যই সরকারের দয়া-দাক্ষিণ্য ও দান-খয়রাতের উপর যেন বড় বেশী নির্ভরশীল। আর সেই সঙ্গে হারাইয়া ফেলিতেছি আমাদের স্বকীয় উদ্দম।

পক্ষান্তরে শিক্ষা ক্ষেত্রে আজো দেখা যায়, মিশনারীরা তাহাদের নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন এবং সেই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানও উন্নত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেসরকারী স্কুল-কলেজ আর আগের মত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছে না। বরঞ্চ বলা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বগ্রাসী ভাটার টানে অধিকাংশ বেসরকারী বিদ্যালয় আজ সকল দিক দিয়াই জরাজীর্ণ—টুল-বেঞ্চ, স্কুল ভবন, শিক্ষক, শিক্ষার মান ও পরিবেশ সর্বক্ষেত্রে। অথচ জাতীয় বাজেটের একটা বড় অংশ এখন শিক্ষাখাতে ব্যয় হইতেছে। তাই শিক্ষার গোটা কাঠামো পর্যালোচনা করিয়া নতুন দিক নির্দেশনার সময় আসিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।